দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

# বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টালে ৩ হাজার আসন শূন্য

■ মাহবুব রনি

দেশের বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলো এমবিবিএস এবং বিডিএস প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী 'খুঁজে পাচ্ছে না'। ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষে বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে প্রায় সোয়া তিন হাজার আসন শূন্য পড়ে রয়েছে। অথচ এ শিক্ষা বর্ষে মেডিক্যাল ও ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষায় ২২ হাজার ৭৫৯ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। এরমধ্যে সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। বাকি প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্য থেকেও বেসরকারি মেডিকেল-ডেন্টাল কলেজগুলো বরাদ্দপ্রাপ্ত আসনসংখ্যা পূরণ করতে পারেনি।

**পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর আর্থিক অসক্ষমতাই এর কারণ**

চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি শিক্ষা বর্ষের এমবিবিএস-বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ হওয়া, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে বেশি ভর্তি ফি, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বেসরকারি মেডিক্যালের নির্ধারিত ভর্তি ফি বা টিউশন ফির খরচ বহন করার আর্থিক সক্ষমতা না থাকাই আসনগুলো শূন্য থাকার প্রধান কারণ। বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফির পরিমাণ কমালে এত বেশি আসন শূন্য থাকত না। অন্যদিকে বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর মালিকরা বলছেন, কলা বা সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার চেয়ে মেডিক্যাল শিক্ষায় খরচ বেশি। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে সর্বোচ্চ ভর্তি ফি ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। এছাড়া মোট আসন সংখ্যার ৫ ভাগ আসনে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। সবমিলিয়ে মেডিক্যাল শিক্ষায় ব্যয় বেশি হওয়ায় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম ফি নিয়ে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

## বেসরকারি মেডিক্যাল

২০ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী ভর্তি করা কঠিন। কেননা ফি কমানো হলে শিক্ষাদানের মান ও অবকাঠামোগত মান রক্ষা সম্ভব হবে না।

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. এম এ হান্নান বলেন, আসন শূন্য থাকার বিষয়টি আমাদেরকেও ভাবিয়ে তুলেছে। এ সংকটের কারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা। আর যাদের সামর্থ্য আছে তারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর পায়নি। ভবিষ্যতে এ সমস্যা নিরসনের জন্য একটি যুক্তি সম্মত ও বাস্তবসম্মত সমাধান বের করা হবে। তবে মান রক্ষার ব্যাপারে আপষ করা হবে না। সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ছিল কম। তাই কলেজগুলোর পছন্দ কমেছে। আর ভর্তি ফি বা টিউশন ফি খুব বেশি কমিয়ে মেডিক্যাল শিক্ষার্থী পড়ানোর সুযোগ নেই।

**যে কারণে এ শূন্য আসন**

সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা একইসাথে গুচ্ছ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষার ৮০ নম্বর এসএসসি ও এইচএসসির মোট জিপিএর ভিত্তিতে এবং বাকি ১২০ নম্বরের বহু নির্বাচনী (এমসিকিউ) পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। এসএসসি-এইচএসসিতে মোট জিপিএ-৮ পেলে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা রাখে। বহু নির্বাচনী পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০ নম্বরসহ মোট ১২০ নম্বর পেলে শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। চলতি ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৬৭ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষায় ২২ হাজার ৭৫৯ শিক্ষার্থী পাস করেন। অথচ এর আগের শিক্ষা বর্ষে প্রায় ৫১ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। বিপুল পরিমাণে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসায় বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীর পরিমাণ কমে যায়।

এ প্রসঙ্গে বিপিএমসিএ-এর সভাপতি বলেন, গত ভর্তি পরীক্ষায় আসা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ক্যালকুলেটরের ব্যবহার ছাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না। প্রশ্নপত্রেও একাধিক ভুল ছিল। শূন্য আসন মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য বড় সংকট। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর জন্য পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ এবং ভর্তি নীতিমালায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ড. বিমল কান্তি গুহ বলেন, বেসরকারি কলেজগুলো আরো উদ্ভাবনী এবং শিক্ষার্থী বান্ধব হলে এ সমস্যা অনেকটাই নিরসন সম্ভব।